দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 06 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

মন্ত্রিপরিষদের আজকের বৈঠকে নতুন প্রস্তাব উত্থাপিত হচ্ছে

৪টি শিক্ষা বোর্ডের দুর্নীতি অনিয়ম ও অব্যবস্থা দূর করার উদ্যোগ

মোস্তফা ফিরোজ

দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থা রোধের লক্ষ্যে সরকার দেশের চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের স্বায়ত্তশাসন কিছুটা খর্ব করার উদ্যোগ নিয়েছে। আন্তঃবোর্ড কর্মকর্তা কর্মচারীদের বদলির বিধান রেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত একটি অধ্যাদেশ সংশোধনের প্রস্তাব করেছে। প্রস্তাবটি আজ সোমবার মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে উপস্থাপিত হবে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চারটি শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলির আদেশ দেয়া ও তা কার্যকর করার ক্ষমতা লাভ করবে। চারটি বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে দেড় হাজার। ১৯৬১ সালে প্রবর্তিত অধ্যাদেশে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে এতদিন পর্যন্ত আন্তঃবোর্ড বদলির কোন বিধান ছিল না। সরকার এক্ষেত্রে কোন খবরদারি করতে পারত না।

সূত্র জানায়, পরীক্ষার খাতাপত্র নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়ম, জাল সার্টিফিকেট, ভুয়া রেজিস্ট্রেশন ও ফরম ফিল-আপ, প্রশ্নপত্র ফাঁস, গোপনে ফলপ্রকাশ করা সহ বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলির ক্ষমতা নিজ হাতে নিতে চাইছে। মন্ত্রণালয়ের ধারণা এ পদ্ধতির ফলে উল্লিখিত দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থা হ্রাস পাবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, চারটি শিক্ষা বোর্ডেই দুর্নীতি, অনিয়ম মারাত্মক আকার নিয়েছে। দুর্নীতিবাজরা এতোটা শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ যে বোর্ড প্রশাসনের পক্ষে এদেরকে মোকাবিলা করা অসম্ভব। বলা যায়, তাদের হাতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ জিম্মি। এ কারণে বোর্ডগুলোতে দুর্নীতি এক রকম 'ওপেন সিক্রেট' বিষয়ে পরিণত হয়েছে। দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার মতো ক্ষমতা পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃপক্ষ হারিয়ে ফেলেছে। তিনি আরও জানান, বোর্ডগুলোর দুর্নীতি-অনিয়মের কারণে প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া ও আনুষ্ঠানিকভাবে পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগেই তা প্রকাশ করে দেয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং সরকার বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ছে। প্রতি বছর একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

সূত্রটি জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় চারটি বোর্ডের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলির বিধান প্রবর্তনের কারণ হিসাবে দক্ষতা বাড়ানো ও প্রশাসনিক প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছে। মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবে বলা হয়, বিভিন্ন বোর্ডের মধ্যে অভিজ্ঞ লোকের বদলির ফলে কাজের দক্ষতা বাড়বে, গতিশীলতাও বেড়ে যাবে। অন্যদিকে প্রশাসনিক কারণেও বদলির প্রয়োজন পড়ে।